# ISLAMIC ONLINE MADRASAH

## FIQH: 101 LECTERUR: ARIFUL ISLAM

أهمية العلم فى الشريعة الإسلامى

TOPIC: **Status Of Islamic Education In Islam**

**&**

**Introduction To Fiqh**

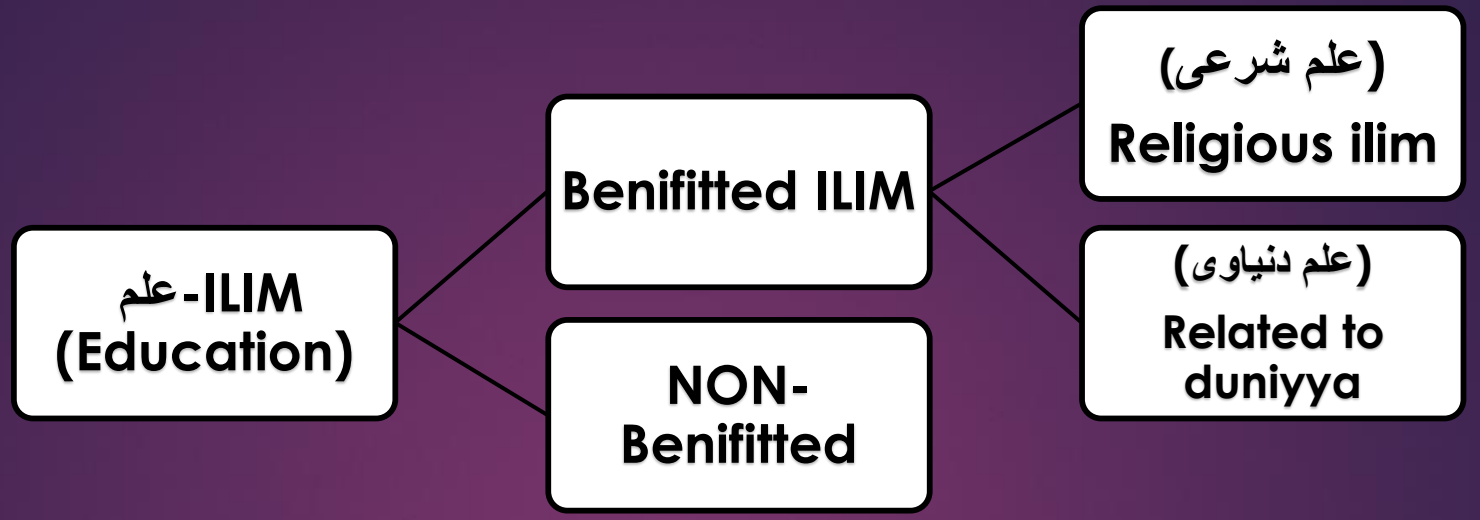


عن أبى هريرة رض كان رسول الله صلعم يقول »اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، ومنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، ومِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ» (نسائى 5467 - أبو داود 1548 - أحمد 8779)

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ সা. দোআ করতেন ‘ হে আল্লাহ! আমি আপনরা কাছে ৪টি জিনিস থেকে আশ্রয় গ্রহণ করছি: ১. এমন ইলম (জ্ঞান) থেকে যা উপকারে আসেনা। ২. এমন অন্তর থেকে যা, ভীত হয়না। ৩. এমন নফস (আত্মা) থেকে যা, পরিতৃপ্ত হয়না। ৪. এমন দোআ থেকে যা (শুনা) কবুল করা হয় না। (নাসায়ী ৫৪৬৭, আবু দাউদ ১৫৪৮ আহমদ ৮৭৭৯)

(وأعوذ بك من علم لا ينفع) : أعذني من علم لا أعمل به، ولا أنتفع به، ولا أُعلِّمه, ولا يُهذّب الأخلاق والأعمال والأقوال؛ لأن العلم النافع هو الذي يزيد في الخوف من اللَّه تبارك وتعالى، ويزيد في بصيرة العبد بعيوب نفسه, وآفات عمله, ويزهّد في الدنيا

# أهمية العلم الشرعى فى الشريعة الاسلامي
# কুরআন-হাদীসে ইলমে শরঈর গুরুত্ব ও ফযিলত

1. আল্লাহ তাআলা উলামাদের অবস্থানকে উচুঁ করেছেন, কেননা স্বয়ং আল্লাহ তাদের সাক্ষ্যকে তাঁর সাক্ষ্য'র সাথে স্থান দিয়েছেন।
﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ آل عمران: 18

2. আল্লাহ উলামাদের গুণকীর্তন করেছেন, তাকে ভয় করা এবং ঈমান আনার ব্যাপারে
﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ فاطر: 28 وقال :﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ نْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾آل عمران: 7

3. আল্লাহ 'ইলম'(জ্ঞান) কে 'ঈমান'এর পূর্বে স্থান দিয়েছেন, কেননা সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক ঈমান অর্জন সম্ভব নয়।
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الروم: 56

4. আল্লাহ নবীদেরকে একমাত্র 'ইলম' বৃদ্ধির দোআ ছাড়া অন্য কোন বৃদ্ধির দোআ করতে নির্দেশ দেননি।
﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ طه: 114

5. আল্লাহ 'উলামাদেরকে' নির্বাচিত করেছেন, জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তার নিকট এটি সবচেয়ে 'বড় মর্যাদা' হিসেবে অভিহিত করেছেন।
﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ *جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ فاطر: 32، 33

# أهمية العلم الشرعى فى الشريعة الاسلامي
# কুরআন-হাদীসে ইলমে শরঈর গুরুত্ব ও ফযিলত

6

**ইলমের দরসকে (ক্লাস) ফেরেস্তারা বেষ্ঠিত করে রাখেন।**

قال صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله؛ يَتلون كتابَ الله ويتدارسونَه بينهم، إلَّا حفَّتهم الملائكةُ، وغشيَتهم الرَّحمةُ، ونزلَت عليهم السَّكينة، وذكرهم الله فيمَن عنده) مسلم 2699

7

**আহলুল ইলম (ইলম অর্জনকারী) ব্যক্তির জন্য জান্নাতে পৌছাকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন।**

قال صلى الله عليه وسلم :(مَن سلَك طريقًا يَلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنَّة) سنن ابى داود 3641

8

**উলামারা কেয়ামাতের দিন আল্লাহর নৈকট্য সম্মানিত ফেরেস্তাদের সাথে অবস্থান করবেন।**

قال صلى الله عليه وسلم: (الماهِر بالقرآن مع السَّفرة الكرام البرَرة))، وقال أيضًا: ((يُقال لقارئ القرآن: اقرأ، ورتِّل وارتقِ؛ فإنَّ منزلتك عند آخر آية تَقرؤها- سنن ترمذى 2914

9

**ইলমের ধারক-বাহকরা নবীগণের ওয়ারিস, প্রতিনিধি এবং তাদের অনুসারী**

قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء لا نورث درهمًا ولا دينارًا؛ إنما نورث العلمَ، فمَن أخذه فقد فاز بحظٍّ وافِر، وإنَّ العلماء ورثَة الأنبياء- أبو داود 3641

# أهمية العلم الشرعى فى الشريعة الاسلامي
# কুরআন-হাদীসে ইলমে শরঈর গুরুত্ব ও ফযিলত

**10** আল্লাহ তাআলা আলেম (জ্ঞানী) দেরকে মূর্খের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

أنَّه تعالى رفع العالمَ على الجاهل؛ إذ قال :﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر: 9

وقد ذكر بعض العلماء أنه تعالى فضَّل الكلبَ المعلَّم على الكلب الجاهِل بأن أباح أكلَ صيده واقتناءه، وبيعَه وتربيته،

قال تعالى :﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ﴾ المائدة: 4

قال صلى الله عليه وسلم: (مَن اقتنى كلبًا ليس كلب صيدٍ ولا رعي ولا حراسة، نقص من أجره في كلِّ يوم قيراطًا)

# Introduction To Fiqh

## ফিক্‌হের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

الفقه: العلم باالشئ والفهم له- (لسان العرب)

**ফিক্‌হের আভিধানিক অর্থ: জানা, বুঝা, সুক্ষ্ম ভাবে উপলব্ধি করা**

**পারিভাষিক অর্থ**

**# الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ-**

**"শরী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি থেকে আমলী শরী'আতের (ব্যাবহারিক শারিআর) বিধি-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।"**

**# معرفة النفس ما لها وما عليها- البحر الرائق - (1 / 9)**

**"নফস বা আত্মার জন্য যে সব বিষয় কল্যাণকর এবং যে সব বিষয় কল্যাণকর নয়, তা সহ নফ্‌স সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত হওয়াকে ফিক্‌হ বলা হয়।"**

**ফক্বীহ এবং মুফতী এর পরিচয়**

**الفقيه : Jurisprudent the religious lawyer of Islam**

(ফকীহ)-এর অর্থ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। ইসলামিক শারিআর আইনজীবী: বিশেষতঃ (ফকীহ)- শব্দ দ্বারা 'ফিক্‌হ' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি তথা ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ উদ্দেশ্য।

**المفتي : الْفَقِيهُ الْعَالِمُ بِالشَّرِيعَةِ ، يُعْطِي الْفَتْوَى ، الْفَتَاوِي فِيمَا يُلْقَى عَلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِحَيَاتِهِمُ الدِّينِيَّةِ**

**An Islamic scholar who is an interpreter of Islamic law, entitled to issue fatwas.**

# লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ফিক্‌হ শাস্ত্রে মুল লক্ষ্যই হল, আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার অধিকার সমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে তদানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। আর শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবগত হয়ে তদানুযায়ী আমলকরত: আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন করা।

**ফিক্বহের আলোচ্য বিষয়**

- ১. ইবাদাত:
- ২. মু'আমালাত
- ৩. মু'নাকিহাত
- ৪. উকুবাত
- ৫. মুখাসামাত
- ৬. হুকুমাত ও খিলাফত

১. ইবাদত:: আল্লাহ্ তা'আলা ও তার বান্দার মধ্যে গভীর সংযোগকারী বিষয় হল ইবাদত। ফিক্হ শাস্ত্রে ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়গুলো যেমন- কালিমা, নামাজ, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২. মু'আমালাত: সামাজিক জীবনের লেনদেন। যেমন, অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন, যা পরস্পর সাহায্য-সহায়তা
দান ও যৌথ কাজের জন্য নির্ধারিত । যেমন- বেচা-কেনা, লেন-দেন, ধার কর্জ, আমানত ইত্যাদি।

৩. মুনাকিহাত: বৈবাহিক বিষয়াদি তথা মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন। যেমন- বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়াত, উত্তারাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকুবাত: অপরাধ ও শাস্তি বিষয়। যেমন- হত্যা, চুরি, যিনা, র্দুনাম-অপবাদ এবং হুদুধ, কিসাস, দিয়াত,
ইত্যাদি বিষয়ক আইনকানুন।

৫. মুখাসামাত : বিচার সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইত্যাদি।

৬। হুকুমাত ও খিলাফত: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদী । যেমন লেন-দেন, সন্ধি ও যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদমর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি।